কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ২ .....

স্কুলগুলোতে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু

২০ হাজার আসন ঘিরেই ভর্তিযুদ্ধ

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় লটারির মাধ্যমে। ছোট শিশুদের নিয়ে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেটে দৌড়াদৌড়ির ঝামেলা না থাকলেও অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কমতি নেই। সরকারি বা বেসরকারি যা-ই হোক একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করা নিয়েই অভিভাবকদের যত চিন্তা। সরকারি স্কুলগুলোর মতোই বেশির ভাগ বেসরকারি স্কুলে অনলাইনে আবেদন ফরম জমার সুযোগ থাকলেও প্রতিটি নামিদামি স্কুলের জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হচ্ছে অভিভাবকদের। খোঁজখবর নিতে অনেকেই যাচ্ছেন স্কুলগুলোতেও। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য গত বৃহস্পতিবার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ থেকে শুরু হবে আরো কয়েকটি স্কুলে। আগামী দু-চার দিনের মধ্যেই বেসরকারি সব নামিদামি স্কুল ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু করবে। সরকারি স্কুলগুলোতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন শুরু হবে ৩০ নভেম্বর রাত ১২টা থেকে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মানসম্মত স্কুলের সংখ্যা কম থাকায় রাজধানীতে মাত্র ২০ হাজার আসন ঘিরেই চলবে এই ভর্তিযুদ্ধ। ঢাকা মহানগরীতে তিন শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও সেগুলোতে অভিভাবকদের আগ্রহ নেই বললেই চলে।

সরকারি প্রাথমিকে নজর নেই অভিভাবকদের

ঢাকা মহানগরীতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ৩৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তবে এসব বিদ্যালয়ের বেশির ভাগেই সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনুমোদিত সরকারি-বেসরকারি দুই হাজার ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিকের সংখ্যা ৩২১। এসব প্রতিষ্ঠানে খেলার জায়গা, সুপ্রশস্ত ভবন থাকার পরও অভিভাবকদের আগ্রহে নেই স্কুলগুলো। মূলত নিম্ন আয়ের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

২০ হাজার আসন ঘিরেই ভর্তিযুদ্ধ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিবারগুলোই তাদের সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করে। এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগে থেকে ভর্তি ফরম নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। গেলেই ভর্তি করা যায়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিকের সব কটিই অভিভাবকদের চাহিদার প্রথম সারিতে রয়েছে। আর বেসরকারি প্রায় ২০টি বিদ্যালয় অভিভাবকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। এগুলোও মাধ্যমিক সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর প্রতিবছর প্রথম শ্রেণিতে রাজধানীতে কয়েক লাখ শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও একাধিক স্কুলের ফরম কিনে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয় দেড় থেকে দুই লাখ শিশু। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৩০-৩৫টি স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে শূন্য আসন প্রায় ২০ হাজার।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুল হুদা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা এখনো সুনামধারী প্রতিষ্ঠান বেশি একটা তৈরি করতে পারিনি। এত দিন আমরা শিক্ষার বিস্তারে জোর দিয়েছিলাম। এখন মানের দিকে যাচ্ছি। অভিভাবকরা চান তাঁর সন্তানকে একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে, যাতে তাঁর সন্তানের ফল ভালো হয়। অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত থাকতে চান। আর অন্য দেশেও এ ধরনের ভর্তিযুদ্ধ আছে। তবে আমরা ভালো মানের প্রতিষ্ঠান বাড়াতে কাজ করছি। এবার আমরা নীতিমালা মানার ব্যাপারে জোর দেব। একই সঙ্গে লটারির মাধ্যমে স্বচ্ছতা যাতে নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারটিও দেখব।'

জানা যায়, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবার আগে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু করেছে রাজধানীর মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১০ নভেম্বর থেকে এই স্কুলের আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে আবেদন ফরম বিতরণ শেষ হবে ২২ নভেম্বর। অন্যান্য শ্রেণিতে ফরম বিতরণ শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর। বিস্তারিত তথ্য স্কুলের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাচ্ছে। মিরপুর ২ নম্বরের মনিপুরে প্রধান দুটি শাখাসহ শেওড়াপাড়া, রূপনগর ও ইব্রাহীমপুরে ভর্তির সুযোগ রয়েছে শিক্ষার্থীদের। এলাকা কোটা প্রমাণের জন্য আবেদনের সঙ্গে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিলের যেকোনো একটি কপি জমা দিতে হবে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আজ সকাল ৬টা থেকে অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ রয়েছে। অনলাইনেই ফরম পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। আর ফি পাঠাতে হবে বিকাশের মাধ্যমে। ভর্তি ফরমের জন্য ২০০ ও অনলাইন চার্জের জন্য পাঁচ টাকাসহ মোট ২০৫ টাকা পাঠাতে হবে। বিস্তারিত তথ্য স্কুলের ওয়েবসাইটে (www.vnsc.edu.bd) দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর বেইলি রোডের প্রধান শাখাসহ আজিমপুর, বসুন্ধরা ও ধানমণ্ডি শাখার বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার জন্য মূল শাখায় ১৯ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা, ধানমণ্ডি শাখায় ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা, বসুন্ধরা শাখায় ভাটারা থানার বাসিন্দারা এবং আজিমপুর শাখায় ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সুযোগ পাবে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজেও আজ থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ভর্তি ফরম জমা দিতে হবে। আর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ভর্তি ফরম ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। বাংলা মাধ্যমের ভর্তি ফরমের জন্য দিতে হচ্ছে ২০০ টাকা। বিস্তারিত তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে (www.wlfsc.edu.bd) পাওয়া যাচ্ছে।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিনটি শাখা রয়েছে মতিঝিল, মুগদা ও বনশ্রীতে। এর প্রতিটি শাখায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এই স্কুলেও ভর্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের চাহিদা তুঙ্গে। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে এই স্কুলের ভর্তি ফরম ছাড়ার কথা রয়েছে।

জানা যায়, সরকারি স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির লটারি নিয়ে অভিভাবকদের প্রশ্ন না থাকলেও বেসরকারি স্কুলগুলোর ব্যাপারে তাঁরা সন্দিহান। অভিভাবকদের অভিযোগ, বেসরকারি স্কুলগুলোর প্রথম শ্রেণিতে যে আসন থাকে তার সব কটির জন্য লটারি হয় না। যত আসনের জন্য লটারি হয় জানুয়ারি শেষে দেখা যায়, এর দ্বিগুণ ভর্তি করা হয়েছে। বড় অঙ্কের ডোনেশন এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা টাকার বিনিময়েও শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাচ্ছেন।

এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের জন্য পৃথকভাবে ভর্তি নীতিমালা প্রকাশ করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী দেশের সব সরকারি স্কুলেই অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চলবে। রাজধানীর ৩৫টি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে, চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি আবেদন ফরমের মূল্য ১৫০ টাকা। রাজধানীর ৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণি রয়েছে ১৪টিতে। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য লটারি হবে ২৪ ডিসেম্বর। এ ছাড়া সব বিদ্যালয়কে তিনটি গুচ্ছ করে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর। প্রতিটি গুচ্ছের জন্য একজন শিক্ষার্থী একবারই আবেদন করতে পারবে।

উপজেলা পর্যায়ের স্কুল, যেখানে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা পর্যাপ্ত নয়, সেসব প্রতিষ্ঠান চাইলে সনাতন পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। বেসরকারি স্কুল যেগুলোর সক্ষমতা রয়েছে সেগুলোকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গত বছরের মতো এবারও ঢাকা মহানগরীর সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ভর্তিতে নিজ নিজ এলাকার জন্য ৪০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ থাকবে।

ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে জানুয়ারির ১ তারিখে বয়স ছয় প্লাস হতে হবে। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বিদ্যালয়গুলো নির্ধারণ করবে। প্রথম শ্রেণিতে আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য নিবন্ধন সনদ লাগবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে গত বছরের মতোই ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার এবং অন্যান্য শ্রেণিতে বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এ ছাড়া ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার বাইরেও এবার ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী, ১ শতাংশ লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের শিশু ও ২ শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন সহোদর বা সহোদরা যদি আগে থেকে অধ্যয়নরত থাকে তাহলে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই সুবিধা দুই সন্তানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

নীতিমালায় রাজধানীর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও সেশন চার্জ সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি স্কুলে এই ফি সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উন্নীত হয়ে এক ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবছর সেশন চার্জ নেওয়া যাবে। তবে কোনোভাবেই পুনঃভর্তি ফি নেওয়া যাবে না। সব ধরনের এলাকায় বেসরকারি স্কুলের ভর্তি ফরমের মূল্য সর্বোচ্চ ২০০ টাকা নেওয়া যাবে।